এস, আর, ও নং --------------- ।-বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন নিম্নরূপ প্রবিধানমালা, প্রণয়ন করিল, যথা ।-

১ । **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** ।-(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ~~২০০৬~~ ২০১০ নামে অভিহিত হইবে ।

(২) এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে কার্যকর হইবে ।

২ । **সংজ্ঞা** ।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(১) "অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি" অর্থ লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(২) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন);

(৩) "আপত্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক লাইসেন্সের আবেদনের বিরুদ্ধে কমিশনের নিকট লিখিতভাবে উত্থাপিত আপত্তি;

(৪) "আবেদনকারী" অর্থ কমিশনের নিকট হইতে ~~যে কোন ধরনের~~ *বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণের জন্য* লাইসেন্স গ্রহণ অথবা লাইসেন্স নবায়ন অথবা লাইসেন্স সংশোধন, লাইসেন্সীর স্কীম অনুমোদন অথবা তালিকাভুক্তি অথবা লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছুক *অথবা লাইসেন্সের পরিসমাপ্তি করিতে ইচ্ছুক* কোন ব্যক্তি;

(৫) "আবেদন ফি" অর্থ যে কোন ধরনের লাইসেন্স গ্রহণ অথবা লাইসেন্স নবায়ন অথবা লাইসেন্স সংশোধন, লাইসেন্সীর স্কীম অনুমোদন অথবা তালিকাভুক্তি অথবা লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি *অথবা পরিসমাপ্তি* পাইবার আবেদন করার জন্য প্রদেয় ফিস;

(৬) "আদেশ" অর্থ কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ, নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত;

(৭) "ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি)" অর্থ বেসরকারী পর্যায়ের এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা সরকারী নীতিমালার অধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও স্থাপনা পরিচালনা করে এবং খুচরা ভোক্তার নিকট উক্ত বিদ্যুৎ পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন একক ক্রেতা বা বৈদুতিক ইউটিলিটির নিকট বিক্রয় করে;

(৮) "এনার্জি" অর্থ বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ;

(৯) "এনার্জি পূর্বাভাষ" অর্থ কোন লাইসেন্সী কর্তৃক যে কোন প্রকারের নিয়ন্ত্রিত এনার্জির উৎপাদন, ব্যবহার, সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ বা বিতরণ এর অনুমান বা প্রাক্কলন;

(১০) "ক্যাপটিভ পাওয়ার *প্লান্ট(সিপিপি)*" অর্থ এইরূপ ক্ষুদ্রায়তনের বিদ্যুৎ উৎপাদক বা সহউৎপাদক, যাহা তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং ~~উক্ত বিদ্যুৎ কোন গ্রীড কিংবা অননুমোদিত সত্ত্বার নিকট বিক্রয় করা হয় না~~ *নিজস্ব চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ প্রচলিত সরকারী নীতিমালার আওতায় বিক্রয় করা হয়* ;

(১১) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(১২) "ক্ষুদায়তন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (small power plant)" অর্থ নিজস্ব চাহিদা পূরণ করিয়া প্রচলিত সরকারী নীতিমালার আওতায় গ্রীডে কিংবা কোন অনুমোদিত সত্ত্বার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় করে এইরূপ ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র;

(১৩) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;

(১৪) "তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ" অর্থ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যাহার ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ৬১(একষট্টি) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার চাইতে বেশী কিন্তু ৯৩(তিরানব্বই)) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার চাইতে কম;

(১৫) "দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ" অর্থ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যাহার ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ২৩ (তেইশ) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার চাইতে বেশী কিন্তু ৬১ (একষট্টি)) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার চাইতে কম;

~~(১৪)~~ *(১৬)* “প্রকল্প” অর্থ কোন লাইসেন্সীর বিদ্যমান কর্মপরিধির অতিরিক্ত যে কোন প্রস্তাবিত কার্যক্রম যাহা কমিশনের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইয়াছে;

~~(১৫)~~ *(১৭)* “প্রতিযোগীতা” অর্থ অন্যান্য লাইসেন্সীর তুলনায় কোন লাইসেন্সীর স্বীয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং উহার পণ্য ও সেবার মান উন্নয়নের অভিপ্রায়কে বুঝাইবে;

(১৮) "প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ" অর্থ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যাহার ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ২৩ (তেইশ) ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নীচে;

(১৯) "ফ্ল্যাশ পয়েন্ট" অর্থ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যে তাপমাত্রায় কোন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন বাষ্প একটি ক্ষণস্থায়ী আলোক ঝলক সৃষ্টি করে;

~~(১৬)~~ *(২০)*“ব্যক্তি” অর্থ কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

~~(১৭)~~ *(২১)* “বিতরণ” অর্থ লো-ভোল্টেজ এর বিতরণ লাইনের মাধ্যমে খুচরা ভোক্তাদের বাসস্থানে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ অথবা প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা পেট্রোলিয়াম পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নচাপের পাইপের মাধ্যমে বা অন্য কোন বিতরণ পদ্ধতিতে খুচরা ভোক্তাদের গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম অথবা সংকুচিত গ্যাস (CNG) সরবরাহ;

~~(১৮)~~ *(২২)* “বিদ্যুৎ উৎপাদন” অর্থ এনার্জিসহ অন্য কোন শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন;

~~(১৯)~~ *(২৩)* “বিরোধ” অর্থ এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত এক বা একাধিক বিষয় লইয়া দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে উদ্ভুত বিরোধ;

~~(২০)~~ *(২৪)* “মজুদকরণ” অর্থ এনার্জি সাশ্রয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে কোন সংরক্ষিত এলাকায় এনার্জি মজুদ করাকে বুঝাইবে, যাহার মাধমে একই ধরনের এনার্জি ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন কিংবা পুনঃমজুদকরণের মাধ্যমে প্রান্তিক ব্যবহারকারীগণ যথাযথ প্রকৃতির এনার্জি হিসেবে ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়;

~~(২১)~~ *(২৫)* “লাইসেন্সের জন্য আবেদন” অর্থ আইনের অধীনে ~~ইস্যুকৃত কোন~~ লাইসেন্সের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন আবেদন;

~~(২২)~~ *(২৬)* “লাইসেন্সের নবায়নের আবেদন” অর্থ লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পূর্বে নবায়নের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন আবেদন;

~~(২৩)~~ *(২৭)* "লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতির আবেদন" অর্থ আইনের অধীন লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতির জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন আবেদন;

~~(২৪)~~ *(২৮)* "লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন" অর্থ আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের কোন সীমা বা শর্তের সংশোধনের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন আবেদন;

~~(২৫)~~ *(২৯)* "লাইসেন্সী হিসাবে তালিকাভুক্তি" অর্থ আইনের ২৭ (২) ধারার অধীন লাইসেন্সীগণের তালিকাভুক্তির জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন আবেদন;

~~(২৬)~~ *(৩০)* "সহ-উৎপাদন (Co-generation)" অর্থ কোন কেন্দ্রে একইসাথে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ তাপ ও বিদ্যুৎ এর সহ-উৎপাদন;

~~(২৭)~~ *(৩১)* "স্কীম" অর্থ কোন লাইসেন্সীর চাহিদার পূর্বাভাষ ও আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে গৃহীতব্য সামগ্রিক পরিকল্পনা;

(৩২) "লাইসেন্স ফি" অর্থ কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সের আবেদন অনুমোদিত হইবার পর ১ (এক) বছরের জন্য এককালীন প্রদত্ত অর্থ যাহা তফসিল (খ) তে নির্ধারিত;

(৩৩) "গ্যাস সম্পর্কিত গবেষণা/সমীক্ষা" অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ, সরবরাহ ও মজুদকরণ(storage) এর এর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন সমীক্ষা, পরীক্ষা অথবা গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণ এবং উক্ত কর্মকান্ডের সম্পূরণ, প্রাসঙ্গিক অথবা ফলস্বরূপ অন্য যে কোন কর্মকান্ড ।

৩ । **লাইসেন্সের জন্য আবেদন** ।-কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ ও এনার্জি মজুতকরণ সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত হইতে চাহিলে তাহাকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কমিশন বরাবরে লাইসেন্সের জন্য লিখিত আবেদন করিতে হইবে, যথাঃ-

(১) কমিশন হইতে ~~প্রাপ্তব্য~~ প্রাপ্ত ছকে ~~৯ (নয়)~~ *২(দুই)* প্রস্থ আবেদন (~~তন্মধ্যে~~ একটি মূল কপিসহ ~~৮টি অনুলিপি~~) এবং উহার ১ (একটি) ~~(১)~~ সফ্‌ট্‌ কপি (~~ফ্লপি বা~~ সিডি) কমিশন বরাবরে দাখিল;

(২) তফসিল "ক" তে উল্লিখিত ফি জমা প্রদান;

(৩) লাইসেন্সে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন করিবার জন্য আবেদকারীর পর্যাপ্ত আর্থিক, ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরী সক্ষমতা সংক্রান্ত প্রমাণপত্রের কপি;

(৪) সংঘস্মারক এবং সংঘবিধির (Memorandum of Association এবং Articles of Association) সত্যায়িত অনুলিপি;

(৫) নিগমবদ্ধ হইবার সনদপত্রের (certificate of incorporation) সত্যায়িত অনুলিপি;

(৬) আবেদন জমাদানের নিগমী কর্তৃত্বপত্রের (corporate authorization) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুলিপি;

(৭) এনার্জি সম্পর্কিত নয় এইরূপ হোল্ডিং কোম্পানীর অধীনস্থ কোম্পানী যদি আবেদনকারী হইয়া থাকে, তবে বর্ণিত আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এই প্রবিধানের উপ-প্রবিধান (১) হইতে উপ-প্রবিধানমালা (৬) এ বর্ণিত কাগজপত্রসহ উক্ত হোল্ডিং কোম্পানীর দলিলাদি;

(৮) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রিত কর্মকান্ড চালানোর জন্য কমিশন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষ হইতে প্রযোজ্য আইনের অধীনে প্রয়োজনীয় সম্মতির (consent) বিস্তারিত বিবরণাদি;

(৯) সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রিত কর্মকান্ড পরিচালনা করিবার জন্য কারিগরী ও আর্থিক দক্ষতা এবং পর্যাপ্ত প্ররিসম্পদের বিস্তারিত বিবরণাদি;

(১০) প্রাকৃতিক দূর্যোগ, দুর্ঘটনা বা সহিংস ঘটনা বা ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেইভাবে আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হইবে উহা বর্ণনা করিয়া জরুরী কর্মপরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ;

(১১) উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (senior management), শাখা, বিভাগীয় প্রধানগণের নাম এবং ব্যবসায়িক ঠিকানাসহ তালিকা;

(১২) যদি কোন আবেদনকারী বা উহার কোন পরিচালক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মালিকানা অর্জন করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তির উপর, যিনি উৎপাদন , সঞ্চালন, পরিবহন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ বা এনার্জি বিক্রয়ে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহার দশ শতাংশের অধিক ভোটাধিকারের সুযোগ থাকে অথবা অনুরূপ স্থাপনায় অর্থায়ন, বিনির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনায় অন্য কোন ব্যক্তি নিয়োজিত থাকেন তবে ভোটাধিকারের অংশের মালিকানা, ধারণ বা নিয়ন্ত্রণসহ এইরূপ বিদ্যমান প্রতিটি সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণী;

(১৩) অন্যান্য আবেদন, দরখাস্ত বা নথিবদ্ধ বিষয়াদি যাহা কমিশনের নিকট অনিস্পন্ন রহিয়াছে তাহার তালিকা এবং যেগুলি এই আবেদনকে সরাসরি ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করিবে তদসম্পর্কিত

তালিকা, তৎসহ অত্র আবেদন মঞ্জুর বা প্রত্যাখান করিবার ব্যাপারে প্রভাব সৃষ্টি করে এমন অন্যান্য আবেদন, দরখাস্ত বা নথিবদ্ধ বিষয়াদি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং অত্র আবেদন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করিবার ব্যাপারে ভবিষ্যতে প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ অন্যান্য আবেদন দরখাস্ত বা নথিবদ্ধ বিষয়াদি ইত্যাদির তালিকা;

(১৪) বিপণন সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি, যথাঃ-

(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতে উৎসারিত এনার্জির পরিমাণের একটি প্রাক্কলন, এবং সঞ্চালিত, পরিবহনতব্য, বিপণনকৃত, মজুতকৃত, বিতরণকৃত এবং সরবরাহকৃত যে কোন প্রকারের এনার্জি পরিমাণের প্রাক্কলন,

(খ) ভোক্তার সংখ্যা এবং ভোগের পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ;

(গ) আবেদনকারীর বার্ষিক সর্বমোট *এবং* সর্বোচ্চ দৈনিক ~~(peak day) প্রয়োজনীয়~~ এনার্জির *প্রয়োজনের* পরিমাণ; এবং

(ঘ) আবেদনকারী কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সর্বমোট হ্রাসকৃত সেবা এবং আগামী বৎসরে সম্ভাব্য হ্রাসযোগ্য সেবাদানের আনুমানিক ; বিবরণ ।

(১৫) সঞ্চালন অথবা পরিবহন সংক্রান্ত লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানের উপ-প্রবিধান (১) হইতে উপ-প্রবিধান (৬) এ বর্ণিত দলিলাদির অতিরিক্ত হিসেবে, আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ পরিমাপ এককে প্রণীত ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র (topographic map), যাহা একটি বুনিয়াদি মানচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হইবে ও উহাতে ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধবিশিষ্ট এলাকার এবং যেস্থানে প্রস্তাবিত সঞ্চালন বা পরিবহন স্থাপনাসমূহ সংস্থাপিত হইবে উহার বিবরণ;

(খ) এনার্জি সরবারহের উৎস এবং গুণগত মানের বিবরণসহ অনুরূপ উৎসসমূহ হইতে সহজে প্রাপ্তব্য এনার্জি পরিমাণের পূর্বাভাষের বিবরণ;

(গ) নিরাপত্তা এবং পরিসেবার বাধ্যবাধকতা মিটানোর জন্য আবেদনকারীর প্রস্তাবের বর্ণনা;

(ঘ) প্রস্তাবিত অনুমোদনযোগ্য লাইসেন্স অনুসারে দশ বছরের জন্য প্রতি বছরের সঞ্চালন বা পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রতিবারের একক উৎপাদনের জন্য সক্ষমতা এবং প্রাক্কলিত হিসাব বিবরণী; এবং

(ঙ) স্থাপনাসমূহের নকশা, বিনির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণর (সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে) বর্ণনাসহ সঞ্চালন বা পরিবহন স্থাপনা (বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত)-এর কারিগরী দিকসমূহের (technical specification) বিবরণ ।

(১৬) বিপণন, বিতরণ অথবা বিক্রয় সংক্রান্ত লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানের উপ-প্রবিধান (১) হইতে উপ-প্রবিধান (৬) এ বর্ণিত দলিলাদির অতিরিক্ত হিসেবে, আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ স্কেলের মাপে প্রণীত মানচিত্র, যাহাতে আবেদনকারী বর্তমানে এনার্জি বিপণন, বিতরণ এবং বিক্রয় করিতেছে বা ভবিষ্যতে এইরূপ করিবে মর্মে প্রস্তাব করিতেছে, উহার চিহ্নিত ভৌগলিক সীমানার বর্ণনা;

(খ) বিতরণ স্থাপনা যে স্থানে অবস্থিত হইবে উহার বিবরণ;

(গ) বর্ণিত এলাকার প্রধান ভৌগলিক বৈশিষ্টসমূহের বিবরণসহ সীমাবদ্ধতা ছাড়া রাস্তাঘাট, ভবনাদি বা নির্মাণাদি এবং বসতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ এবং/অথবা অন্যান্য লাইসেন্সীর বিতরণ স্থাপনার সাথে প্রস্তাবিত সংযোগ এবং আন্তঃসংযোগের বিস্তারিত বর্ণনা;

(ঘ) এনার্জি সরবরাহের উৎস এবং গুণগত মানের বিবরণসহ অনুরূপ উৎসসমূহ হইতে সহজে প্রাপ্তব্য এনার্জির পরিমাণের পূর্বাভাষের বিবরণ;

(ঙ) নিরাপত্তা এবং পরিসেবার বাধ্যবাধকতা মিটানোর জন্য আবেদনকারীর প্রস্তাবের বর্ণনা;

(চ) বিতরণ স্থাপনা (বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত)-এর কারিগরী দিকসমূহের বিবরণাদিসহ (সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে) স্থাপনার নকশা, বিনির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বর্ণনাসহ সঞ্চালন বা পরিবহনের বিবরণ;

(১৭) মজুতকরণ সংক্রান্ত লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানের উপ-প্রবিধান (১) হইতে উপ-প্রবিধান (৬) এ বর্ণিত দলিলাদির অতিরিক্ত হিসেবে, আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ স্কেলের মাপে প্রণীত মানচিত্র, যাহাতে আবেদনকারী বর্তমানে এনার্জি বিপণন, বিতরণ এবং বিক্রয় করিতেছে বা ভবিষ্যতে এইরূপ করিবে মর্মে প্রস্তাব করিতেছে, উহার চিহ্নিত ভৌগলিক সীমানার বর্ণনা;

(খ) বিতরণ স্থাপনা যে স্থানে অবস্থিত হইবে উহার বিবরণ;

(গ) বর্ণিত এলাকার প্রদান ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণসহ সীমাবদ্ধতা ছাড়া রাস্তাঘাট, ভবনাদি বা নির্মাণাদি এবং বসতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী এবং সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ এবং/অথবা অন্যান্য লাইসেন্সীর বিতরণ স্থাপনার সাথে প্রস্তাবিত সংযোগ এবং আন্তঃসংযোগের বিস্তারিত বর্ণনা;

(ঘ) এনার্জি সরবরাহের উৎস এবং গুণগতমানের বিবরণসহ অনুরূপ উৎসসমূহ হইতে সহজে প্রাপ্তব্য এনার্জির পরিমাণের পূর্বাভাষের বিবরণ;

(ঙ) নিরাপত্তা এবং পরিসেবার বাধ্যবাধকতা মিটানোর জন্য আবেদনকারীর প্রস্তাবের বর্ণনা;

(চ) মজুতকরণের জন্য ব্যবহৃত স্থাপনা, যাহা ভূমির উপরে অবস্থিত অথবা নীচে স্থাপিত হইবে, তদ্‌বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ; এবং

(ছ) মজুতকরণ স্থাপনা (বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত)-এর কারিগরী দিকসমূহের বিবরণাদিসহ (সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে) স্থাপনার নকশা, বিনির্মাণ, পরিচালনার এবং রক্ষণাবেক্ষণের বর্ণনা ।

৪ । **সহ-উৎপাদন, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লাইসেন্সের জন্য আবেদন**।-(১) সহ-উৎপাদন, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন, একটি বিশেষ ধরনের ~~উৎপাদনে~~ উৎপাদন লাইসেন্সের শ্রেণীভুক্ত হইবে ।

(২) যদি কোন ব্যক্তি সহ-উৎপাদন, ক্যাপটিভ - পাওয়ার এবং ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লাইসেন্স গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহাদেরকে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রবিধান ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কমিশন বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে ।

(৩) সহ-উৎপাদন, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লাইসেন্সের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, মূল্যায়ন, মঞ্জুর, নামঞ্জুর, সংশোধন, স্থগিত বা বাতিল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব এই প্রবিধান অনুসরণ করিতে হইবে ।

৫। **লাইসেন্সী হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন**।-যদি কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ আইন, রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট আদেশ, পল্লী বিদ্যুতায়ন আইন, ডেসা আইন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন এর অধীনে লাইসেন্স, মঞ্জুরী বা অনুরূপ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাদেরকে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রবিধান ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে ১২০ (একশত বিশ) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশন বরাবরে লাইসেন্সী হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য লিখিত আবেদন করিতে হইবে।

৬। **ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন**।-যদি কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ আইন, রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট আদেশ, পল্লী বিদ্যাতয় আইন, ডেসা আইন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন এর অধীন লাইসেন্স, মঞ্জুরী, বা অনুরূপ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া ~~ব্যক্তি ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন~~ *ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন* কোম্পানীর যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহাদের যতদূর সম্ভব প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রবিধান ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কমিশন বরারবরে ~~ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন~~ *ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন* কোম্পানী হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য লিখিত আবেদন করিতে হইবে।

৭। **ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন**।-যদি কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ আইন, রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট আদেশ, পল্লী বিদ্যুতায়ন আইন, ডেসা আইন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন এর অধীনে লাইসেন্স, মঞ্জুরী বা অনুরূপ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া ~~ব্যক্তি~~ ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানীর যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহাদের যতদূর সম্ভব প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রবিধান ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কমিশন বরাবরে ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য লিখিত আবেদন করিতে হইবে।

৮। **ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন**।-যদি কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ আইন, রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট আদেশ, পল্লী বিদ্যুতায়ন আইন, ডেসা আইন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন এর অধীনে ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার হিসাবে লাইসেন্স, মঞ্জুরী বা অনুরূপ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাদেরকে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রবিধান ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কমিশন বরাবরে ইনডিপেডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য লিখিত আবেদন করিতে হইবে। *তবে পাওয়ার পারচেজ চুক্তিতে কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত লাইসেন্স এবং অন্যান্য ফি পরিশোধের ব্যাপারে উল্লেখ না থাকিলে ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারের উপর ধার্যকৃত ফি চুক্তির অপর পক্ষকে পুনর্ভরণ করিতে হইবে।*

৯। **লাইসেন্সের প্রয়োজনীতা হইতে অব্যাহতির পদ্ধতি**।-(১) ~~কমিশন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে কোন ব্যক্তির লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে,~~ *লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন স্বীয় বিবেচনায় সাধারণ অব্যাহতি (waiver) দিতে পারিবে। সাধারণ অব্যাহতির আওতা বহির্ভূত ব্যক্তির ক্ষেত্রে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে,* যথাঃ-

(ক) অনূর্ধ্ব এক মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সমন্বিত সহ-উৎপাদন বিদ্যুৎ কেন্দ্র;

(খ) অনূর্ধ্ব এক মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন কেন্দ্র;

(গ) অনূর্ধ্ব এক মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যু উৎপাদন কেন্দ্র;

(ঘ) অনূর্ধ্ব এক মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদকারী;

(ঙ) অন্যান্য অ-চিরায়ত (non-conventional) উৎস হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী;

(চ) পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদনী সিস্টেম;

(ছ) এনার্জির ক্ষুদ্রায়তনিক বিতরণ সিস্টেম;

(জ) অনূর্ধ্ব একটন ক্ষমতার বার্ষিক পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম অথবা কনডেনসেট (condensate) প্লান্ট ।

(ঝ) গ্যাস কূপের উৎপাদন ক্ষমতা পরীক্ষার সময়ে যে পরিমান কনডেনসেট উৎপাদন হয়;

(ঞ) যানবাহনে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য যে পরিমান সিএনজি মজুদ করা হয়;

(ট) প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামজাতপদার্থ হিসাবে মোটর স্পিরিট (এমএস) এবং অকটেন বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত মজুদকরণ, বিতরণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫ লিটার। তবে কোন মোটরযান/জলযানের মালিক চলাচলের জন্য শুধুমাত্র তাঁহার যানের নিজস্ব জ্বালানী ট্যাংকের ধারণক্ষমতা পরিমাণ মোটর স্পিরিট (এমএস) বা অকটেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(ঠ) মোটর স্পিরিট (এমএস) এবং অকটেন ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ যাহা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যে বিকারক (Reagents) হিসাবে এবং কোন শিল্প কারখানার পরীক্ষাগারে (Laboratory), নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল (Raw-material) হিসাবে ব্যবহার্য, এইরূপ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ বাস্প নিরোধী ছিপি দ্বারা শক্তভাবে বন্ধ করা কাঁচ বা স্টোনওয়্যার নির্মিত সর্বোচ্চ এক লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ধারণপাত্রে বা ধাতব পদার্থ নির্মিত ২০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ধারণপাত্রে রক্ষিত অবস্থায় সর্বোচ্চ ২০০ লিটার। তবে উক্ত পরিমাণ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানার নির্ধারিত নিরাপদ মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে;

(ড) দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, বিতরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত সর্বোচ্চ দুই হাজার লিটার। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ধারণপাত্রের ধারণক্ষমতা এক হাজার লিটারের অধিক হইবে না;

(ঢ) তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, বিতরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার লিটার;

(ণ) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, বিতরণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে।

(ত) কোন প্রতিষ্ঠানের তাদের উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল হিসাবে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহারের জন্য মজুদের ক্ষেত্রে (বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতিত)।

(২) যদি কোন ব্যক্তি লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছুক হয় সেক্ষেত্রে তাহাকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কমিশন বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) কমিশন হইতে প্রাপ্ত ছকে কমিশন বরাবরে আবেদন;

(খ) তফসিল "ক"-তে উল্লিখিত ফিস জমা প্রদান;

(গ) যে কারণে অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছুক উহার বিবরণ;

(ঘ) যে মেয়াদের জন্য অব্যাহতি পাইতে ইচ্ছুক উহার বিবরণ।

(৩) লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতির মেয়াদ হইবে ~~এক~~ *২ (দুই)* বৎসর ঃ

~~তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন প্রয়োজনে প্রতি বৎসর উক্ত মেয়াদ এক বৎসর করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।~~ *লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতির মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তফসিল ক-তে বর্ণিত ফি পরিশোধ পূর্বক লিখিত আবেদন করিলে কমিশন অব্যাহতির মেয়াদ একসাথে ২ (দুই) বৎসর করিয়া বৃদ্ধি করিতে পারিবে।*

(৪) কমিশন যে কোন সময়, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, উক্ত অব্যাহতি বাতিল করিতে পারিবে।

১০। **কমিশন কর্তৃক আবেদন প্রক্রিয়াকরণ**।-(১) কমিশন কর্তৃক আবেদন গৃহীত হইবার পর আবেদনপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি তারিখ সীল লাগাইয়া তফসিলে উল্লেখিত আবেদন ফিস যথাযথ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আবেদনকারী বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) কমিশন লাইসেন্স এর আবেদনের সহিত সম্পৃক্ত সকল কাগজপত্র স্বতন্ত্র কেস-ফাইল হিসাবে ও ইস্যুকৃত সকল লাইসেন্স পৃথক নিবন্ধন বহিতে সংরক্ষণ করিবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তসহ সকল তথ্য সম্পর্কে আগ্রহী পক্ষগণের প্রদর্শনের জন্য সহজলভ্য করা হইবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী এবং দলিলপত্রাদিসহ একটি পরিপূর্ণ আবেদন জমাদানের তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনটি সচিব কর্তৃক কমিশন বরাবরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

(৪) কমিশন, তাহার সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণের জন্য উহার মূল্যায়নের নিমিত্তে আবেদন গৃহীত হইবার পূর্বে কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে অতিরিক্ত সহায়ক দলিলপত্রাদি দাখিল করিবার জন্য অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর নিকট চাহিদা পেশ করিবে এবং আবেদনকারী উক্ত সময়ের মধ্যে উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র নাকচ করিতে পারিবে কিংবা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবে এবং অনুরূপে ব্যয়িত সময়কে আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করিবার জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের অংশহিসেবে গণ্য করা হইবে না ।

(৫) আবেদনকারীকে উপস্থিত হইতে হইবে মর্মে প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ ছাড়াই কমিশন আবেদন গ্রহণ করিবার বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে তবে আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে, কমিশন আবেদনকারীকে আপীল করিবার কোন সুযোগ ব্যতিরেকে এইরূপ কোন আদেশ দিতে পারিবে না ।

(৬) (ক) কমিশন কর্তৃক আবেদন গৃহীত হইবার প্রেক্ষিতে যদি কোন ব্যক্তি-

(অ) ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে; অথবা

(আ) উপস্থিত থাকিলে বা তাহার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা হইলে, কমিশনের কার্যধারার বিষয়ে যথাযথ ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সহায়ক হয়;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নিকট নোটিশ প্রেরণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) আবেদনের শিরোনাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ উহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া এক বা একাধিক দৈনিক পত্রিকায় সরাসরি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সাথে আবেদনের সহজলভ্য অনুলিপি কমিশন কার্যালয়ের পাওয়া যাইবে মর্মে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করিতে হইবে ।

(৭) কমিশনের নির্দেশ অনুসারে জারীকৃত একটি নোটিশ কমিশন যেইভাবে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইভাবে সচিব কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সরবরাহ করা হইবে, এবং উক্ত নোটিশ প্রেরণ যে পদ্ধতি কার্যকর করা হইবে, তাহা কমিশনের নির্দেশে নিম্নোক্ত এক বা একাধিক পদ্ধতিতে হইতে হইবে, যথাঃ-

(অ) রেজিস্টার্ড ডাকে প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের মাধ্যমে;

(আ) প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ বাহক বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে;

(ই) ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত একটি এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে;

(ঈ) যে ক্ষেত্রে কমিশন এই মর্মে ধারণা করিতেছে যে, অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া যথাযথভাবে নোটিশ প্রেরণ করা যথোপযুক্ত নয়, সেইক্ষেত্রে কমিশনে ওয়েব সাইটে তাহা প্রকাশ করিতে পারিবে;

(উ) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করা আবশ্যক সেক্ষেত্রে নোটিশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সরবরাহকৃত যোগাযোগের ঠিকানা অথবা সেই ব্যক্তি কিংবা তাহার প্রতিনিধি যে স্থানে সাধারণভাবে বসবাস করে অথবা ব্যবসা পরিচালনা করে অথবা অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোন কাজ করে তদ্রুপ স্থানে বা ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঊ) যে ক্ষেত্রে কার্যধারার অংশহিসেবে যখন কোন ব্যক্তি নোটিশ প্রেরণ কর হয় এবং প্রতিনিধি বা কোন ব্যক্তি যদি লিখিতভাবে ঐ ব্যক্তি হইতে কার্যধারায় প্রতিনিধিত্ব করিবার কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রতিনিধি বা পক্ষে কর্মরত ব্যক্তি মূল ব্যক্তির পক্ষে নোটিশ গ্রহণ করিতে কিংবা কার্যধারায় প্রতিনিধিত্ব করিতে যথাযথভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত মর্মে গ্রহণ করা হইয়াছে ।

(৮) আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তাকে আবেদনটি পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে ।

(৯) কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রয়োজনে প্লান্ট ও স্থাপনা পরিদর্শন, প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ও কাগজ-পত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গ্রহণ করিতে পারিবে ।

১১ । **আবেদন মূল্যায়ন** ।-(১) কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করিয়া গৃহীত আবেদনসমূহ মূল্যায়ন করিবে, যথাঃ-

(ক) আবেদনকারীর নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম পরিচালনায় কারিগরী, প্রশাসনিক এবং আর্থিক যোগ্যতাসমূহ;

(খ) এনার্জি সরবরাহের উৎসমূহের সক্ষমতা;

(গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের দ্বারা বিদ্যমান স্থাপনার সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ এবং বিতরণের উপর প্রভাব;

(ঘ) উৎপাদন, সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ, বিতরণ বা অন্যান্য সম্পৃক্ত স্থাপনাসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত নিয়ম ও পদ্ধতি;

(ঙ) প্রস্তাবিত উৎপাদন, সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ, বিতরণ ও অন্যান্য সম্পৃক্ত স্থাপনাসমূহের কারিগরী বিবরণাদি;

(চ) প্রস্তাবিত এনার্জির উৎপাদন, সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ, বিতরণ অথবা বিক্রয়ের প্রাক্কলিত চাহিদা;

(ছ) প্রকল্পের যৌক্তিকতাঃ

(অ) প্রকল্পের মূলধন এবং আর্থিক খরচ;

(আ) অন্যান্য এনার্জি সিস্টেমসমূহের সাথে প্রতিরূপতা (duplication) পরিহার; এবং

(ই) আর্থিক মানদন্ডে (economies of scale) মূল্যায়ন ।

(২) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য কমিশন তদন্ত পরিচালনা, সরকার এবং অন্যান্য যথাযথ সংস্থা হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিতে পরিবে এবং এইরূপ একটি আবেদন মঞ্জুর করিবার কিংবা না করিবার বিষয়ে কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বার্থে সার্বিকভাবে যে কোন পদক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে ।

১২ । **আপত্তি প্রদান এবং শুনানী গ্রহন** ।-(১) কোন ব্যক্তি কোন আবেদন সম্পর্কে আপত্তি করিতে চাহিলে-

(ক) লাইসেন্সের আবেদনপত্র গৃহীত হইবার পনের (১৫) দিনের মধ্যে তাহার আপত্তিনামার স্বাক্ষরিত মূলকপি এবং উহার চার (৪) টি অনুলিপি কমিশনের বরাবরে এবং একটি অনুলিপি আবেদনকারীর বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(খ) আবেদনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিনামায় আপত্তিকারীর নাম এবং ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(গ) আপত্তিনামায় আপত্তির কারণসহ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত নথিভুক্তকরণ ফি আপত্তিনামায় সহিত প্রদান করিতে হইবে ।

(২) কমিশনের শুনানী সম্পর্কিত প্রবিধানের আওতায় উক্ত আপত্তিকে কমিশন, লাইসেন্স বিষয়ক শুনানীর অংশহিসেবে গণ্য করিবে ।

১৩ । **আবেদন প্রত্যাখ্যান** ।-(১) কমিশন শুনানী অনুষ্ঠানের পর নিম্নবর্ণিত কারণে আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে ঃ

(ক) আবেদন এবং তৎসঙ্গে সংযোজিত দলিলাদি লাইসেন্সীং প্রবিধানের প্রয়োজনীয় এবং বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনের অধীনে সঙ্গতিপূর্ণ না হইলে; অথবা

(খ) দাখিলকৃত আবেদন এবং দালিলাদিতে মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হইলে; অথবা

(গ) আইন, এই প্রবিধান এবং কমিশন কর্তৃক জারীকৃত অন্য কোন প্রবিধানের বিধান অনুসারে আবেদনকারী কাঙ্খিত কর্মকান্ড পরিচালনায় অযোগ্য বিবেচিত হইলে।

(২) কমিশন লিখিতভাবে আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিবে এবং প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত আদেশ প্রদানের অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

১৪। **আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ**।-লাইসেন্সের জন্য কিংবা লাইসেন্স সংশোধনীর জন্য কোন আবেদন দাখিল করিবার সময় হইতে কমিশন কর্তৃক উহা প্রাপ্তির পর এতদ্বিষয়ে কমিশনের গৃহীত ~~কোন লিখিত~~ *চূড়ান্ত* সিদ্ধান্ত আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ না করা পর্যন্ত আবেদনকারীর সাথে *তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত লিখিত যোগাযোগ কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে তবে কমিশনের চূড়ান্ত যেকোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সাথে* সকল প্রকার *লিখিত* যোগাযোগ কমিশনের সচিবের মাধ্যমে অথবা ~~তাহার নিযুক্ত প্রতিনিধির~~ *কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে*। ~~মাধ্যমে লিখিতভাবে সম্পন্ন হইবে এবং~~ আবেদনকারীর সাথে সকল যোগাযোগ কেবলমাত্র ব্যাখ্যামূলক বিষয়াদি ~~এবং~~ *ও* অতিরিক্ত তথ্য সংক্রান্ত হইবে এবং তাহা আবেদনকারী কর্তৃক কমিশন বরাবরে লিখিতভাবে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৫। **কমিশনের সিদ্ধান্ত**।-(১) কমিশনের সকল আদেশসমূহ, স্থিরকৃত বিষয়সমূহ এবং সিদ্ধান্তসমূহ লিখিতভাবে রিজিউলিশন আকারে গৃহীত হইতে হইবে এবং উহাতে কমিশনের বিচার-বিশ্লেষণ রহিয়াছে মর্মে নির্দেশনা থাকিতে হইবে।

(২) কোন আবেদনের বিষয়ে আবেদনটি কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, স্থিরকৃত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত জারী করা হইলে, তাহা কমিশনের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরযুক্ত হইতে হইবে এবং ~~কমিশন কর্তৃক~~ সময় সময় *কমিশন* নির্ধারিত ফি পরিশোধের ~~মাধ্যমে~~ *পর* উহার প্রাপ্তি সহজলভ্য হইতে হইবে এবং এইরূপ আদেশ, স্থিরকৃত বিষয় এবং সিদ্ধান্ত কমিশনের কার্যালয়ে জনগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(৪) কার্যধারায় বিষয়ে কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, একজন আবেদনকারী চূড়ান্তকৃত বিষয়টি পুনঃনিরীক্ষণ করিবার জন্য আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) পুনঃনিরীক্ষণ আবেদনে, আবেদনকারী কর্তৃক যে বিষয় পুনঃনিরীক্ষণ করিতে প্রার্থনা করা হইতেছে উহার পটভূমি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) কমিশন কর্তৃক সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে কার্যধারার সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে মৌখিকভাবে অথবা লিখিতভাবে পুনঃনিরীক্ষণের বিষয়ে উত্তর প্রদানের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হইবে।

(৭) কমিশন তাহার স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়টি ~~(case)~~ আলোচনা করিবার জন্য শুনানি আহ্বান করিতে পারিবে।

(৮) আবেদন প্রাপ্ত হইবার পর, কমিশন পক্ষগণকে এই মর্মে লিখিতভাবে অবহিত করিবে যে, পুনঃনিরীক্ষণের বিষয়বস্তু নিষ্পত্তি করিতে আরো অধিক সময় প্রয়োজন হইবে এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবার জন্য অতিরিক্ত সময়ের মেয়াদ নির্ধারণ করিতে হইবে, অথবা পুনঃনিরীক্ষণ করিবার আবেদন প্রাপ্তির ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে কমিশন উক্ত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(৯) কমিশন যে কোন সময় স্বীয় ক্ষমতাবলে একটি সাময়িক লাইসেন্স (provisional license) জারী করিতে পারিবে। সাময়িক লাইসেন্স জারীর আদেশে কমিশন কর্তৃক এতদ্বিষয়ে পর্যাপ্ত যুক্তি বর্ণনা করিবে। উক্ত যুক্তিসমূহে যেই বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত হইবে (তবে সীমাবদ্ধ নহে) তাহা হইল ঃ

(ক) সাময়িক লাইসেন্স প্রদানের সাথে জড়িত কার্যক্রম গেজেটে প্রকাশিত কমিশনের প্রচলিত প্রবিধানের আওতায় পড়িবে না; এবং

(খ) কমিশন যদি রীতিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিসমূহ এইরূপ তাৎক্ষণিক অথবা স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে।

(১০) সাময়িক লাইসেন্সের আবেদনের জন্য প্রদেয় ফি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং রীতিসম্মত লাইসেন্স (formal license) জারী না হওয়া পর্যন্ত তফসিল “খ”-তে উল্লিখিত ~~বার্ষিক~~ লাইসেন্সিং ~~ফিস~~ *ফি* লাইসেন্সধারীকে পরিশোধ করিতে হইবে।

১৬। ~~লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন~~ *লাইসেন্সের মেয়াদ, নবায়ন ও লাইসেন্সের ধরণ* ।-(১) সাধারণভাবে লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে ~~২ (দুই)~~ ১(এক) বৎসর *এবং উহা প্রতি বৎসর নবায়ন করিতে হইবে ,* ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সে উল্লেখিত তারিখ হইতে লাইসেন্সটি কার্যকর হইবে।

(২) কমিশন পূর্ববর্তী কোন তারিখ হইতে লাইসেন্স রদ কিংবা বাতিল না করিলে, তফসিল “খ”-তে উল্লিখিত বার্ষিক লাইসেন্স ফি প্রদান সাপেক্ষে কমিশন কর্তৃক লাইসেন্সে বর্ণিত মেয়াদকাল পর্যন্ত উহার কার্যকারিতা ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকিবে ।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত লাইসেন্সে মেয়াদ শেষ হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে তফসিল “খ”-তে উল্লিখিত ফি জমা প্রদান করিয়া লাইসেন্সের নবায়নের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে কমিশন বরাবরে আবেদন করিতে হইবে ।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন আবেদনপ্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য নির্ধারিত শর্তাবলী আবেদনকারী যথাযথভাবে প্রতিপালন করিয়াছে এবং পূর্ববর্তী আর্থিক বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন, অডিট প্রতিবেদন এবং হালনাগাদ ভ্যাট ও আয়কর সনদ ইত্যাদি দাখিল করিয়াছে তা হইলে কমিশন আবেদনপ্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্সটি নবায়ন করিবে এবং কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী উল্লিখিত শর্তাবলী প্রতিপালন করে নাই তবে লাইসেন্স নবায়নের আবেদনটি নামঞ্জুর করিবে ।

(৫) উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়নের আবেদন কমিশন কর্তৃক মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের আদেশ না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদুনাসারে লাইসেন্সী তাহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে ।

(৬) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২৭ ও ২৮ মোতাবেক কমিশন মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স নিম্নোক্ত বিষয়ের হইবেঃ

(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন;
(খ) এনার্জি সঞ্চালন;
(গ) এনার্জি বিপণন ও বিতরণ;
(ঘ) এনার্জি সরবরাহ এবং
(ঙ) এনার্জি মজুদকরণ ।

(৭) বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স আবেদনে যাচিত/প্রদানকৃত উৎপাদনের প্রকারভেদ যথা আইপিপি, সিপিপি, এসপিপি , সরকার বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন বিশেষ শ্রেণী এবং সহ-উৎপাদন সম্বন্ধীয় তথ্য/ডেটা কমিশনের তথ্য/ডেটা রেকর্ড হিসাবে সংরক্ষিত হইবে। প্রাইমারী জ্বালানীর (গ্যাস, তেল, কয়লা, ইত্যাদি) মূল্য সরকার অথবা জ্বালানী সরবরাহকারী সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীর সম্পাদিত জ্বালানী সরবরাহ চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের ধরণের সাথে প্রাইমারী জ্বালানীর মূল্য নির্ধারণের কোন সম্পৃক্ততা থাকিবে না ।

১৭ । **লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলকরণ** ।-(১) কমিশন নিম্নবর্ণিত কারণে কোন লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিল করিতে পারিবে-

(ক) লাইসেন্সী লাইসেন্সে বর্ণিত কোন শর্ত, কমিশনের প্রবিধান এবং অন্যান্য প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করিলে;

(খ) লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে ১২(বার) মাসের অধিক সময় লাইসেন্সী লাইসেন্সে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনায় নিষ্ক্রিয় থাকিলে;

(গ) লাইসেন্সী পরিবেশদূষণ রোধ আইন এবং বিধিমালা লঙ্ঘন করিয়া বর্জ্য নির্গমন এবং ক্ষতিকর ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থসহ অন্যান্য পদার্থ নির্গমন করিলে যাহার ফলে প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বিপর্যয়ের উদ্ভব ঘটে; এবং

(ঘ) লাইসেন্সী তাহার যে কোন কার্যক্রম দ্বারা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করিলে।

(২) কোন লাইসেন্সী আইন বা এই প্রবিধান বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে কমিশন লাইসেন্সীকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রদত্ত লাইসেন্স ক্ষেত্রমত স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করা হইলে স্থগিত বা বাতিল আদেশের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লাইসেন্সী কমিশনের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং কমিশন উক্ত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) লাইসন্সে স্থগিত বা বাতিলকরণের ক্ষেত্রে কমিশন পাওনা এবং ঋণসমূহ নির্ধারণ করিয়া পরিশোধ করিবার নির্দেশনা প্রদান করিবে।

১৮। **বিদ্যমান লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন**।-কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত কোন বিদ্যমান লাইসেন্স সংশোধন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আবেদনে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) বর্তমান লাইসেন্সের একটি অনুলিপি;

(খ) লাইসেন্সে প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ এবং উক্ত সংশোধনের কারণসমূহ;

(গ) সেবা এলাকায় পরিবর্তনযোগ্য বিষয়সমূহ ম্যাপে সুক্ষ্মভাবে বর্ণনাকরণ (যদি পরিবর্তন প্রয়োজন হয়); এবং

(ঘ) প্রস্তাবিত সংশোধনীর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি।

১৯। **লাইসেন্সীর স্কীম অনুমোদন**।-(১) কোন লাইসেন্সী তাহার লাইসেন্স অনুমোদিত হইবার পর উক্ত লাইসেন্সের আওতাধীনে কোন বড় ধরণের স্কীম গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলে এবং তাহার সক্রিয় লাইসেন্সের কার্যকারিতার পরিসরে কোন গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন করিতে চাহিলে তাহাকে কমিশনের পুনর্বিবেচনার জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্য ও কাগজপত্রসহ লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন দাখিল করিতে ইহবে, যথাঃ-

(ক) স্কীমের বর্ণনা, উহার উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয় খরচের হিসাব, কারিগরী নকশা, স্থান নির্ধারণসহ উহার অধিক উপযোগিতা এবং সহায়ক ও আনুষঙ্গিক স্থাপনাসমূহের বিবরণ;

(খ) স্কীমের আওতায় পরিচালিত সরকারী সংস্থাসমূহ সংযোজনী হিসেবে তাহাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিবরণ;

(গ) স্কীমের মাধ্যমে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য যে সকল প্রভাব আসিতে পারে সেইগুলো চিহ্নিতকরণ এবং প্রাথমিক মূল্যায়নসহ ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসকারী এবং উপকার সৃষ্টিকারী প্রভাবসমূহ হইতে সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্তির প্রস্তাবাবলী এবং গৃহীতব্য স্কীমের বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ;

(ঘ) স্কীমের চাহিদা এবং উহার কারিগরী, অর্থনৈতিক ও অর্থায়নের মুল্যায়ন করিয়া একটি আর্থ-কারিগরী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ইহাতে অনুমানসাধ্যতা, তথ্যের উৎস ও বিকল্প চিন্তাধারা (যদি প্রযোজ্য হয়);

(ঙ) স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির বিবরণ;

(চ) ভোক্তাগণের উপর আরোপিত মূল্যহারের ভিত্তিতে অর্জিত আয়ের বিবরণী;

(ছ) বিনির্মাণের সময়ের প্রয়োজনীয়তাসহ আবেদনকারী কাঙ্খিত ক্যাশ ফ্লো এবং উহাতে স্কীম পরিচালনায় প্রথম তিন বছরের প্রয়োজনীয় সুদ, লভ্যাংশ এবং প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ;

(জ) সাব-স্টেশন/সিটি গেট স্টেশন, বিদ্যুৎ/গ্যাস-এর প্রধান লাইন, ফিডার লাইন ইত্যাদি অপারেটিং ইউনিটের নির্মাণ বাবদ ব্যয় সমূহ প্রদর্শনপূর্বক স্কীমের সাকল্য মূলধনী ব্যয়ের বিস্তারিত প্রাক্কলন, উহার রাইটস অব ওয়ে, ক্ষয়ক্ষতি, জরিপ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বর্ণনা সম্বলিত স্বতন্ত্র বিবরণী ।

(২) কমিশন যথাযথভাবে স্কীম মূল্যায়ন ও আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করিয়া উক্ত স্কীম অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিবে, তবে স্কীমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে কমিশন লাইসেন্স অনুমোদন করিবার ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি পালন করিবে ।

২০ । **লাইসেন্সীর সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্য ।**- লাইসেন্সীর সাধারণ কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) প্রযোজ্য সকল আইন, বিধিমালা এবং যে সকল কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা;

(২) কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত গুণগতমান এবং বর্ণনা সম্বলিত উপায়ে এনার্জি সরবরাহ করা;

(৩) কোন ভোক্তার প্রতি কিংবা এনার্জি উৎপাদকের প্রতি প্রভেদসূচক আচরণ প্রদর্শন অথবা পক্ষপাতিত্ব করা হইতে বিরত থাকা;

(৪) দেনাদার, অন্য কোন লাইসেন্সী কিংবা ভোক্তার প্রতি চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার কারণে কোন লাইসেন্সীর ভোক্তার জন্য সেবা প্রদানে বিরত না থাকা;

(৫) যোগ্যতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ সকল ব্যক্তিগণের নিকট এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ অথবা সেবা বিতরণ বা বিক্রয় করা;

(৬) কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা;

(৭) আরোপযোগ্য মূল্যহার (Tariffs) এবং সেবাদান সংক্রান্ত শর্তাবলী সংযোজন করিয়া ভোক্তা এবং সহযোগী কোম্পানীসহ অন্যান্য কোম্পানীকে সেবাদান এবং পণ্য সরবরাহ করা;

(৮) লাইসেন্সী এবং ভোক্তার মধ্যে লিখিত সম্মতি বা চুক্তি থাকিতে হইবে;

(৯) মূল্যহারের ভিত্তিতে মঞ্জুরকৃত সম্মতি বা চুক্তি, কমিশন কর্তৃক পৃথক পৃথকভাবে অনুমোদনের জন্য আবেদন না করা;

(১০) যে ক্ষেত্রে কোন প্রস্তাবিত চুক্তিপত্রে উল্লেখিত মূল্য হার অথবা শর্তাবলীর সাথে অনুমোদিত মূল্য হার বা শর্তাবলীর অধিক পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে ঐ চুক্তি কমিশনের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা;

(১১) কোন সরবরাহ চুক্তি সংশোধন করা হইলে লাইসেন্সী কর্তৃক ঐ চুক্তির মূল্য হার, মেয়াদ এবং শর্তাবলী ইত্যাদি পুনঃনিরীক্ষণ করিবার জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করা;

(১২) লাইসেন্সীর স্থাপনার অবস্থান, নকশা, বিনির্মাণ, কর্মকান্ড পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলী কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কারিগরী ও অন্যান্য স্টান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং জনস্বাস্থ্য বা জননিরাপত্তার জন্য যাহাতে হুমকি না হয়, সেইভাবে পচিালনা করা;

(১৩) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধিমালার শর্তাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করা;

(১৪) সকল ভোক্তার অধিকার দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা বর্ণনাপূর্বক অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সম্বলিত একটি ভোক্তা সেবা ম্যানুয়েল প্রণয়ন করিয়া উহা কমিশনের অনুমোদনের জন্য দাখিল করা;

(১৫) সঠিক মিটার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিমাপ করিয়া ভোক্তাকে তাহার ব্যবহৃত এনার্জির বিল সরবরাহ করা;

(১৬) কমিশনের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন স্থাপনা, বিদ্যুৎ লাইন বা পাইপলাইন এমনভাবে পরিত্যক্ত করা যাইবে না যাহাতে ভোক্তাকে প্রদত্ত নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান ব্যাহত হয়;

(১৭) লাইসেন্সের অধিক্ষেত্রে এবং লাইসেন্সের বর্ণিত সময়ের মধ্যে সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ ও বিতরণ লাইনসমূহ স্থাপন করা;

(১৮) জনবহুল স্থানে এনার্জি লাইনের প্রবেশ পথ, রাস্তা, রেলপথ, নদী, খাল, পানি নির্গমন পথ এবং অন্যান্য স্থানে সুস্পষ্ট সতর্কতা সংকেত প্রদর্শন করা;

(১৯) লাইসেন্সীর মূলধনী ব্যয় হিসাবে মিতব্যয়িতা, ব্যয় সাশ্রয় এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা প্রদর্শন;

(২০) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সহজলভ্য হইলে উহার সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ বা বিতরণ স্থাপনায় উহা যুক্ত করিতে চাইলে, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত উহার সেবা সংক্রান্ত মুল্যহার, মেয়াদ ও শর্তাবলীর আওতায় অথবা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ চুক্তির অধীনে নির্ধারিত ফি পরিশোধ করা;

(২১) অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সহজলভ্য হইলে এবং কারিগরীভাবে আন্তঃসংযোগ কার্যকর বিবেচিত হইলে, উহার সঞ্চালন, পরিবহন, মজুতকরণ কিংবা অবাধ বিতরণ স্থাপনায় আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা;

(২২) কারিগরীভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হইলে এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ আনুপাতিক হারে ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইলে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির অনুরোধক্রমে সঞ্চালন, পরিবহন বা বিতরণ স্থাপনাসমূহ বর্ধিত এবং সম্প্রসারণ করা;

(২৩) উন্নত ব্যবসায়িক অনুশীলন পদ্ধতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিয়ন্ত্রিত কর্মকান্ড পরিচালনায় জড়িত আন্ডারটেকিং-এর কার্যক্রমে উদ্ভূত হইতে পারে এইরূপ দায়সমূহ মিটানোর জন্য কোন বীমাকরী বা সিন্ডিকেট হইতে বীমা করা ও উহা চালু রাখা;

(২৪) কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রহিয়াছে সে সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রকাশ করা;

(২৫) কমিশনের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন সম্পত্তি বিক্রয় বা ইজারা বা বন্ধক (স্বাভাবিক বাণিজ্যিক নিয়ম সম্মত উপায়ে ঋণ পরিশোধ কিংবা আর্থিক সুবিধা ভোগ ছাড়া) বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হইতে বিরত থাকা;

(২৬) বিক্রিত, ইজারাকৃত, বন্ধককৃত বা লগ্নীকৃত সম্পত্তি ধারাবাহিক এবং নিরবিচ্ছিন্ন ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(২৭) কমিশন লাইসেন্সীর নিযুক্ত নিরীক্ষক হইতে সময় সময় যে সকল তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করিতে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইগুলি যাহাতে উক্ত নিরীক্ষক যথাযথভাবে প্রদান করে উহার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ।

২১। **বিদ্যমান লাইসেন্স পরিসমাপ্তির আবেদন**।- (১) আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে জনসেবার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন সময় পর্যন্ত যদি বাধ্যাধকতার অবসান না করা হয় সে পর্যন্ত একজন লাইসেন্সীর উপর জনসেবার বাধ্যবাধকতা থাকিলেও নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে একজন লাইসেন্সী তাহার লাইসেন্সের পরিসমাপ্তির জন্য একটি আবেদন পেশ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) কমিশনের আদেশ;
(খ) অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব;

(গ) কর্মকান্ড সচল রাখিবার আর্থিক অসামর্থতা;
(ঘ) কর্মকান্ড সচল রাখিবার বাস্তব অসামর্থতা;
(ঙ) অন্যান্য ।

(২) বিদ্যমান লাইসেন্স পরিসমাপ্তির আবেদনে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) পরিসমাপ্তির অনুরোধপত্রের কারণ;
(খ) সেবাদানের এলাকার পরিসীমার ম্যাপ;
(গ) ক্রেতা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান;
(ঘ) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি এবং অন্যান্য পরিসম্পদের তালিকা;
(ঙ) অনাদায়ী আর্থিক বাধ্যবাধকতা;
(চ) কমিশনের অনুরোধকৃত প্রস্তাবিত কার্য-
(অ) পরিসম্পদের প্রস্তাবিত হস্তান্তর বা বিক্রয়;
(আ) কর্মকান্ড স্থগিতকরণ ।

২২। রহিতকরণ ও হেফাজত।-(১) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এতদ্বারা রহিত করা হইল।
(২) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত প্রবিধানমালার অধীনে কৃত কোন কিছু বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা প্রদত্ত কোন আদেশ বা জারিকৃত কোন লাইসেন্স বা অন্য কোন দলিল এই প্রবিধানমালার অনুরূপ বিধানের অধীনে, ক্ষেত্রমত কৃত, গৃহীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল - ক

[প্রবিধান ৩ (২), ৯(২) ও ১০ দ্রষ্টব্য]

(১) আবেদন ফিস (বিভিন্ন ধরনের সেবা সংক্রান্ত আবেদন ফি)

ক্রমিক নং	সেবার ধরণ	লাইসেন্সের প্রকার	আবেদন ফিস
১.	**বিদ্যুৎ ঃ** (ক) উৎপাদন (i) বাণিজ্যিক ~~১। ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা পর্যন্ত~~ ~~২। ১৫০ মেগাওয়াট এর অধিক ক্ষমতা~~	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি~~,~~ এবং নতুন ~~, নবায়ন,~~ ~~সংশোধন বা পরিসমাপ্তি~~	~~টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) প্রতি মেগাওয়াট এর জন্য~~ টাকা ১০,০০০ (দশ হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	*শূন্য*
		লাইসেন্স সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিসমাপ্তি	*টাকা ৫,০০০(পাঁচ হাজার)*
	(ii) ক্যাপটিভ বা ক্ষুদ্র	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, এবং নতুন, সংশোধন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	*শূন্য*
	(খ) সঞ্চালন	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি~~,~~ এবং নতুন ~~, নবায়ন,~~ ~~সংশোধন বা পরিসমাপ্তি~~	টাকা ১০,০০০ (দশ হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	*শূন্য*
		লাইসেন্স সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিসমাপ্তি	*টাকা ৫,০০০(পাঁচ হাজার)*
	(গ) বিতরণ	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি~~,~~ এবং নতুন ~~, নবায়ন,~~ ~~সংশোধন বা পরিসমাপ্তি~~	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	*শূন্য*
		লাইসেন্স সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিসমাপ্তি	*টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)*
	(ঘ) বাল্ক বিদ্যুৎ বিক্রয় লাইসেন্স (সিপিপি এবং এসপিপি এর জন্য)	*লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি এবং নতুন, সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিসমাপ্তি*	*টাকা ১,০০০ (এক হাজার)*
		লাইসেন্স নবায়ন	*শূন্য*

২.	**গ্যাসঃ** (ক) মজুদকরণ/ বিপণন ~~১। কনডেনসেট মজুদকরণ~~ ~~২।~~ ১। CNG ~~মজুদকরণ~~ ২। NGL ৩। LNG ৪। LPG	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি~~,~~ এবং নতুন , ~~নবায়ন~~, সংশোধন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	শূন্য
	(খ) সঞ্চালন~~/মজুদকরণ~~	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নতুন, ~~নবায়ন~~, সংশোধন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ১০,০০০ (দশ হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	শূন্য
	(গ) বিতরণ~~/মজুদকরণ~~	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নতুন, ~~নবায়ন~~,-সংশোধন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	শূন্য
	(VI) CNG Conversion Workshop	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি এবং নতুন, সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	শূন্য
	(VII) গ্যাস সম্পর্কিত গবেষণা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি এবং নতুন, সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	শূন্য
৩.	পেট্রোলিয়াম ~~জাতীয়~~ জাত পদার্থঃ (ক) ~~প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন/মজুতকরণ~~ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন এবং বিপণন	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নতুন, ~~নবায়ন~~, সংশোধন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	শূন্য

	(খ) ~~এলপি গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন/বিপণন/ মজুতকরণ~~ কনডেনসেট মজুদকরণ*/ প্রক্রিয়াকরণ*	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নতুন, ~~নবায়ন,~~ সংশোধন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	*শূন্য*
	(গ) ~~বিতরণ/বিপণন/মজুতকরণ~~ *মজুদকরণ ও বিপণন, পরিবহন ও বিপণন*	লাইসেন্সী হিসেবে তালিকাভুক্তি, নতুন, ~~নবায়ন~~, সংশোধন বা পরিসমাপ্তি	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)
		লাইসেন্স নবায়ন	*শূন্য*
৪.	লাইসেন্সের শর্ত হইতে অব্যাহতি	সকল প্রকার	~~টাকা ২০০০ (দুই হাজার~~) টাকা ১,০০০ (এক হাজার)

(২) আবেদন ফিস (বিভিন্ন ধরনের দরখাস্ত সংক্রান্ত আবেদন ফি)

ক্রমিক নং	সেবার ধরণ	ফিস
১.	~~লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত~~ *নতুন লাইসেন্স অথবা লাইসেন্স নবায়ন/ সংশোধন /পরিসমাপ্তি এর জন্য আবেদন ফরম*	~~টাকা ৫০০ (পাঁচশত)~~ *শূন্য**
২.	আপত্তিপত্র দাখিল ঃ (ক) আবেদনকারী সরাসরি জড়িত থাকিলে	টাকা ৫০০ (পাঁচশত)
	(খ) আবেদনকারী নিজের কোন স্বার্থ না থাকিলে, তবে জনস্বার্থ থাকিলে	টাকা ১০০ (একশত)
৩.	কোন কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের অনুলিপি গ্রহণ ঃ (ক) কমিশনে বিবেচনাধীন আবেদনের ক্ষেত্রে	~~টাকা ৫০০ (পাঁচশত)~~ টাকা ১০০ (একশত) এবং অনুলিপি/উৎপাদন খরচ
	(খ) কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের পর	টাকা ১০০ (একশত)
৪.	কমিশনে রক্ষিত যে কোন কাগজপত্রের অনুলিপি	টাকা ১০০ (একশত) এবং অনুলিপি/উৎপাদন খরচ

**কমিশনের ওয়েবসাইট www.berc.org.bd হইতে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাইবে*

তফসিল - খ
[প্রবিধান ১৫ (১০) ও ১৬ (২) দ্রষ্টব্য]
বার্ষিক লাইসেন্সিং ফিস

নং	বিবরণ	সেবার ধরণ	ফিস	মন্তব্য
১.	বিদ্যুৎ ঃ (ক) উৎপাদন			
	(i) বাণিজ্যিক ~~১।১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা পর্যন্ত~~ ~~২।১৫০ মেগাওয়াট এর অধিক ক্ষমতা~~	১। বার্ষিক লাইসেন্স ফিস ~~২। বার্ষিক লাইসেন্স ফিস~~	~~টাকা ৫ (পাঁচ) লাখ~~ ~~টাকা ২৫ (পঁচিশ) লাখ~~ প্রতি মেগাওয়াট টাকা ২,০০০(দুই হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	*প্রতি মেগাওয়াট টাকা ৫০০ (পাঁচ শত)*	~~হিসাবে বৎসর শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে প্রদেয়~~
	(ii) ক্যাপটিভ বা ক্ষুদ্র (সিপিপি/এসপিপি)	~~৩।~~ বার্ষিক লাইসেন্স ফিস	~~টাকা ৫ (পাঁচ) লাখ~~ টাকা ৫,০০০(পাঁচ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	*টাকা ২,০০০(দুই হাজার)*	~~হিসাবে বৎসর শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে প্রদেয়~~
	(খ) সঞ্চালন	বার্ষিক লাইসেন্স ফিস	~~টাকা ২৫ (পঁচিশ) লাখ~~ *টাকা ১৫(পনের) লাখ*	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	*টাকা ১০(দশ) লাখ*	~~হিসাবে বৎসর শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে প্রদেয়~~
	(গ) বিতরণ	~~১।~~ বার্ষিক লাইসেন্স ফিস	~~টাকা ২৫ (পঁচিশ) লাখ~~ *টাকা ১৫ (পনের) লাখ*	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	*টাকা ৫(পাঁচ) লাখ*	~~হিসাবে বৎসর শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে প্রদেয়~~

		~~২।~~ বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	টাকায় নিট বিক্রির যাহার মধ্যে ডিউটি বা ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত নহে তাহার উপর ~~০.০৫% (শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ~~ ০.০২৫%(শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ)	অর্থ বছরের প্রতিটি কোয়ার্টার (তিন মাস) শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদেয়
	(ঘ) বাল্ক বিদ্যুৎ বিক্রয় লাইসেন্স (সিপিপি এবং এসপিপি এর জন্য)	লাইসেন্স ফি	টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫০০ প্রতি মেগাওয়াট	
২.	গ্যাসঃ			
	~~২।~~ (ক) মজুদকরণ / বিপণন (i) CNG	~~১। বার্ষিক~~ লাইসেন্স ফিস	~~টাকা ১(এক) লাখ~~ টাকা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ২০,০০০(বিশ হাজার)	~~হিসাবে বৎসর শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে প্রদেয়~~
	(ii) Daughter CNG Station	লাইসেন্স ফিস	টাকা ২৫,০০০(পঁচিশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ১০,০০০(দশ হাজার)	
	(ii) NGL	লাইসেন্স ফি	টাকা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ২০,০০০ (বিশ হাজার)	
	(iii) LNG	লাইসেন্স ফি	টাকা ১০(দশ) লাখ	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫ (পাঁচ) লাখ	
	~~(খ)~~ (iv) ~~এলপি গ্যাসঃ~~ LPG ~~প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন /বিপণন/মজুতকরণ~~	~~বার্ষিক লাইসেন্স ফিস~~	~~টাকা ১৫(পনের) লাখ~~	

	১। বার্ষিক ক্ষমতা ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) কেজি পর্যন্ত	লাইসেন্স ফি	টাকা ১০,০০০(দশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)	
	২। বার্ষিক ক্ষমতা ১(এক) লাখ কেজি পর্যন্ত	লাইসেন্স ফি	টাকা ১৫,০০০ (পনের হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৪,০০০(চার হাজার)	
	৩। বার্ষিক ক্ষমতা ১(এক) লাখ কেজির উর্দ্ধে	লাইসেন্স ফি	প্রতি ১০০০ কেজির জন্য টাকা ২০০(দুই শত)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি ১০০০ কেজির জন্য টাকা ৪০(চল্লিশ)	
	~~(গ) বিতরণ/বিপণন/মজুতকরণ~~ (v) এলপি গ্যাস পূর্ণ সিলিন্ডার ঃ ১। বার্ষিক ১০০০ কেজি - ৬০০০ কেজি	লাইসেন্স ফি	টাকা ২,০০০(দুই হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ১,০০০(এক হাজার)	
	২। ৬০০০ কেজির উর্দ্ধে	লাইসেন্স ফি	প্রতি ১০০০ কেজির জন্য টাকা ৩০০(তিন শত)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি ১০০০ কেজির জন্য টাকা ২০০(দুই শত)	
	(খ) সঞ্চালন~~/মজুদকরণ~~	~~২ ।~~ বার্ষিক লাইসেন্স ফিস	~~টাকা ১৫ (পনের) লাখ~~ টাকা ১০ (দশ) লাখ	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫(পাঁচ) লাখ	
	(গ) বিতরণ~~/মজুদকরণ~~	~~১ ।~~ বার্ষিক লাইসেন্স ফিস	~~টাকা ১৫ (পনের) লাখ~~ টাকা ১০(দশ) লাখ	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫(পাঁচ) লাখ	
		২। বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফি	টাকায় নিট বিক্রির যাহার মধ্যে ডিউটি বা ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত নহে তাহার উপর ~~০.০৫% (শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ~~ ০.০২৫%(শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ)	বছরের প্রতিটি কোয়ার্টার (তিন মাস) শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদেয়।
	(VI) CNG Conversion Workshop	লাইসেন্স ফিস	টাকা ২০,০০০(বিশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫,০০০(পাঁচ হাজার)	

	(VII) গ্যাস সম্পর্কিত গবেষণা/সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান	লাইসেন্স ফিস	টাকা ১০,০০০(দশ হাজার)	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ২,০০০(দুই হাজার)	
৩.	পেট্রোলিয়াম ~~জাতীয়~~ জাত পদার্থঃ (ক) ~~প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন/মজুতকরণ~~ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ/উৎপাদন এবং বিপণন; (খ) মজুদকরণ ও বিপণন উপরে উলেখিত ক্ষেত্রে ~~মজুদাগারের ধারণক্ষমতা~~ বাৎসরিক ক্ষমতা নিম্নরূপ হইলেঃ	~~বার্ষিক লাইসেন্স ফিস~~	~~টাকা ১(এক) লাখ~~	
	১। ৫০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফি	টাকা ১০(দশ) হাজার	
		বার্ষিক নবায়ন ফি	টাকা ১,০০০ (এক হাজার)	
	২। ৫০,০০০ লিটারের উর্দ্ধে ১,০০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফি	টাকা ২০(বিশ) হাজার	
		বার্ষিক নবায়ন ফি	টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)	
	৩। ১,০০,০০০ লিটারের উর্দ্ধে ২,৫০,০০০ লিটার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফি	টাকা ৪০(চলিশ) হাজার	
		বার্ষিক নবায়ন ফি	টাকা ৪,০০০ (চার হাজার)	
	৪। ২, ৫০,০০০ লিটারের উর্দ্ধে	লাইসেন্স ফি	টাকা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার	
		বার্ষিক নবায়ন ফি	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	
	(গ) বিতরণ/ বিপণন/মজুদকরণ	২। বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ~~ফিস~~ ফি	টাকায় নিট বিক্রির যাহার মধ্যে ডিউটি বা ভ্যাট অর্ন্তর্ভূক্ত নহে তাহার উপর ~~০.০৫% (শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ)~~ ০.০২৫%(শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ)	বছরের প্রতিটি কোয়ার্টার (তিন মাস) শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদেয়।
	(ঘ) কনডেনসেট মজুদকরণ /প্রক্রিয়াকরণ	~~১। বার্ষিক~~ লাইসেন্স ~~ফিস~~ ফি	টাকা ~~৫(পাঁচ)~~ ২ (দুই) লাখ	
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার)	~~হিসাবে বৎসর শুরুর ৩০ দিনের মধ্যে প্রদেয়~~
	(ঙ) পরিবহন ফি :			
	(১) জলপথে :	লাইসেন্স ফি	টাকা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার)	

	জাহাজের ধারণ ক্ষমতা ৪০০(চারশত) গ্রস টন পর্যন্ত :	*নবায়ন ফি*	*টাকা ১,০০০ (এক হাজার)*	
	জাহাজের ধারণ ক্ষমতা ৪০০(চারশত) গ্রস টনের উর্দ্ধে :	*লাইসেন্স ফি*	*টাকা ১০,০০০(দশ হাজার)*	
		নবায়ন ফি	*টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)*	
	(২) স্থল পথে : ট্যাংকারের ধারণ ক্ষমতা ৫০০০ লিটার পর্যন্ত :			
		লাইসেন্স ফি	*টাকা ২,০০০(দুই হাজার)*	
		নবায়ন ফি	*টাকা ১,০০০ (এক হাজার)*	
	ট্যাংকারের ধারণ ক্ষমতা ৫০০০ লিটারের উর্দ্ধে :	*লাইসেন্স ফি*	*টাকা ৪,০০০ (চার হাজার)*	
		নবায়ন ফি	*টাকা ২,০০০ (দুই হাজার)*	
৪.	সকল প্রকার লাইসেন্স	*ডুপ্লিকেট ইস্যু*	*টাকা ৫০০(পাঁচ শত)*	

কমিশনের আদেশক্রমে
সৈয়দ ইউসুফ হোসেন
চেয়ারম্যান